৪

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 04 NOV 1994 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

সাইকেল যাত্রায় চার তরুণ ঃ লিটন, রানা, ধ্রুব ও বাপ্পি —দৈনিক বাংলা

সাক্ষরতা অভিযানে চার তরুণের সাইকেল যাত্রা

রেজাউল করিম ঃ স্কুলটির সামনে রাস্তায় এসে সাইকেলারোহী চার তরুণ দাঁড়ালেন। গায়ে সাদা গেঞ্জি। বুকে লেখা স্বেচ্ছারভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা অভিযান '৯৪। সাইকেল কেরিয়ারে এক একটি ট্রাভেল ব্যাগ। তাদের দ্বিচক্রযানের সামনে একটি করে ব্যানার।

বাগেরহাট শহর। খানজাহান আলী রোডের পাশে এই স্কুলটির নাম আমলাপাড়া হাই স্কুল। বহুতল স্কুল ভবনটির জানালা থেকে অনেক ছাত্র-ছাত্রী কৌতূহল ভরা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। রাস্তার দু'পাশে সারি সারি দোকান। দোকানী, পথচারী সবারই দৃষ্টি ওই তরুণদের দিকে। এরা কারা? এ প্রশ্ন সকলের চোখে।

গত ৫ অক্টোবর ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে দুই তরুণের থেকে দুই তরুণের সাইকেল যাত্রা শুরু হয়েছে। এদের একজনের নাম মাহতাব লিটন। অপরজন মাসুদ রানা। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে স্বেচ্ছাভিত্তিতে তারা সাইকেল যাত্রা শুরু করেছেন। সারা বাংলাদেশের জেলা ও থানা সদরের হাই স্কুলে তারা সাক্ষরতা বিষয়ক কাজ করছেন। সাক্ষরতা অভিযান কিভাবে সফল করা যায়, সে ব্যাপারে নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে তারা মতবিনিময় করছেন। এসএসসি পরীক্ষার পর ছাত্র-ছাত্রীরা তিন মাস অবকাশ পায়। এ সময়ে নিরক্ষরদের কিভাবে সাক্ষর করে তোলা যায় সে বিষয়ে তারা আলাপ-আলোচনা করছেন। প্রবীণ স্কুল শিক্ষকদের সাথেও এ সম্পর্কে মতবিনিময় হচ্ছে। কেবল স্কুল নয়। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীদের সাথেও একই বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা এবং মতবিনিময় করছেন তারা।

সাক্ষরতা অভিযানকে সফল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ভ্রমণকারী সাইকেলারোহী চার তরুণের দু'জন গণনাট্য ফোরামের সদস্য। এদের মধ্যে লিটন ও রানার বাড়ি যথাক্রমে রংপুর ও ফরিদপুরে। বাকি দু'জন স্বেচ্ছাসেবক ধ্রুব ও বাপ্পির বাড়ি খুলনায়। এরা দু'জন লিটন ও রানাকে সহযোগিতা করতে এসেছেন। গত ১৯ অক্টোবর ওই চার তরুণ বাগেরহাট প্রেসক্লাবে আসেন। স্থানীয় সাংবাদিকদের তারা জানায়ঃ ১৪টি জেলায় ইতিমধ্যে ঘুরা হয়েছে। এ সময় তারা ৩১টি স্কুল এবং ১৮টি সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে কাজ করেছেন। স্কুল ছাত্র-ছাত্রী এবং ওইসব সংগঠনের কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেছেন। কি করে সাক্ষরতা অভিযান সফল করা যায় সে ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছেন। তারা লিখিত অভিমতও নিয়েছেন বিভিন্ন স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে।

বাগেরহাট শহরের দু'টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে স্বেচ্ছাসেবী ওই তরুণরা আলাপ-আলোচনা করেছেন। এই স্কুল দু'টি হচ্ছে ঃ দশানী আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় এবং আমলাপাড়া হাই স্কুল। সাক্ষরতা অভিযান সফল করার ব্যাপারে ওই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিমত সাক্ষরতা অভিযানকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে হবে। আগে এসএসসি পরীক্ষায় নিরক্ষরকে সাক্ষরজ্ঞান দেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। এজন্যে পরীক্ষায় ৫০ নম্বর রাখা হয়েছিল। ওই নিয়ম আবার চালু করা দরকার। কোন কোন ছাত্র-ছাত্রীর অভিমত ভোটের মার্কা হিসাবে বর্ণমালা ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া গ্রামে-গঞ্জে সাক্ষরতা বিষয়ক লোককাহিনী নিয়ে নাটক, মঞ্চায়নের মাধ্যমে এ অভিযান চালানো যেতে পারে।

বাংলাদেশে ফ্রেইরীয়ান তত্ত্বের আলোকে বয়স্ক শিক্ষা পরিচালনার চেষ্টা শুরু হয় সত্তরের দশকে। ব্র্যাক এই পদ্ধতির সূচনা করে। এ পদ্ধতিতে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবন থেকে শব্দমালা চয়ন করা হয়। সেই শব্দ দিয়ে শিক্ষার্থীর সচেতনতার স্তরকে উন্নত করার সাথে সাথে সাক্ষরতা প্রদান করা হতো। ব্র্যাকের এই উদ্যোগ এদেশের বয়স্ক সাক্ষরতার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। বাংলাদেশের বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা বয়স্ক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ব্র্যাকের পদ্ধতিই অনুসরণ করছে।

জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে ইরানে অনুষ্ঠিত বিশ্বসাক্ষরতা সম্মেলনে 'সাক্ষরতা দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বাংলাদেশের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ মানুষই নিরক্ষর। এখানে প্রতিদিনই সাক্ষরতা দিবস পালনের মত উদ্যোগ নেয়া দরকার। এবারের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে গণসাক্ষরতা অভিযান উদ্যোগ নিয়েছে প্রতিটি জেলায় বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়নের। এসব আয়োজনের মাঝে গণনাট্য ফোরামের দুই টগবগে তরুণের পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশংসনীয়। এরা স্বেচ্ছাভিত্তিতে আগামী ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে গোটা বাংলাদেশ সফর করবেন। সাক্ষরতা অভিযান সফল করার জন্য স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের দেয়া মতামত ও পরামর্শ তারা সাক্ষরতার অভিযান দফতের দাখিল করবেন। এগুলো আলোচনা পর্যালোচনা করে আগামী পাঁচ বছরের জন্য একটি এ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করা হবে। পারস্পরিক সহযোগিতা এবং ঐক্যের ভিত্তিতে সারাদেশে একটি নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব।